ভোরের কাগজ

30

তারিখ ... APR 02 2000 ...
পৃঃ ৫ কলাম ৪

অভিমত

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ

রণজিৎ কুমার দে

পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সূত্রে জানা গেলো যে, ২০০০ শিক্ষাবর্ষের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে এপ্রিল মাসের ২৭ তারিখ। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের বিস্তৃতি বিবেচনায় দেশের শিক্ষা বোর্ডগুলো কর্তৃক পরিচালিত এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষা দুটির আয়োজন বিশাল। ব্যবস্থাপনার দিক থেকে বোর্ডসমূহ মোটামুটিভাবে সাফল্যের সঙ্গে পরীক্ষাসমূহ সম্পন্ন করে থাকে। দেশের পুরো সিভিল ও পুলিশ প্রশাসনকেও এ দুটো পরীক্ষায় সহযোগী শক্তি হিসেবে অংশগ্রহণ করতে হয়। আমরা জানি যে, পরীক্ষার গুণগত সমতা বিধানসহ আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন মেটাবার তাগিদ থেকে সব শিক্ষা বোর্ড যৌথ সিদ্ধান্ত নিয়েই পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করে থাকে। আমরা এটাও জানি যে, শিক্ষা বোর্ডসমূহের মূল কর্মকর্তা সবাই উচ্চমান ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষক। কিন্তু এবারকার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণে তারা কিছু জরুরি বিষয় কেন এড়িয়ে গেলেন তা একজন শিক্ষক হয়েও আমি বুঝতে অক্ষম।

দেশের আপামর জনসাধারণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট এসব বিষয় জনসমক্ষে উপস্থাপন করা একান্ত কর্তব্য বিবেচনা করেই এ ছোট্ট প্রবন্ধটি লেখার তাগিদ অনুভব করেছি। আমার দৃষ্টিতে, বর্তমান সালের পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণে যেসব বিষয় গুরুত্ব পাওয়া উচিত ছিল সেগুলো হলো— (১) এবারকার এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল নতুন সিলেবাস অনুসারে; তাই তাদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল অন্যান্য বছরের তুলনায় প্রায় ২ মাস পর এবং পরীক্ষার ফলাফল বের হয়েছিল ১৯৯৮ সালের আগস্ট মাসে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে তাদের ক্লাস শুরু হয় ১৯৯৮-এর নভেম্বর মাসে। এবার টেস্ট পরীক্ষা শুরু হয় ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে। সুতরাং তারা কলেজে যাওয়া-আসার মোট সময় পেল ১৩ বা ১৪ মাস। হরতাল, ছুটি, সন্ত্রাস, সভা সমিতি, মিছিল, ভাঙচুর, জাতীয় সমস্যা, স্থানীয় সমস্যা, বন্যা, প্রাতিষ্ঠানিক গাফিলতি, অপরাপর পরীক্ষানুষ্ঠানজনিত ছুটি ইত্যাদি বিবেচনায় নিলে হিসাবটা ভয়াবহ ফলাফল দান করবে। (২) কলেজে যাওয়া-আসা বলছি এ কারণে যে বহুবিধ কারণে সর্বস্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে রীতিমতো ক্লাস হয় না। (৩) অনুষ্ঠিত ক্লাসসমূহের গুরুত্ব এবং উৎকর্ষতা বিচার করলে বলতে হয় পরীক্ষার্থীর (শিক্ষার্থী বলছি না) পছন্দ হলো কোচিং-এ ক্লাস। টিউশনমুখী শিক্ষকের দায়িত্বও ক্লাস থেকে কোচিঙে বেশি। এটাই ছাত্র ও শিক্ষকের সমস্বার্থ বিন্দু। (৪) এইচএসসি পরীক্ষার্থীর এ ব্যাচের সিলেবাস হলো নতুন, কিন্তু শিক্ষাপদ্ধতি পুরোনো। (৫) টেক্সট বুক বোর্ড অনুমোদিত কিছু কিছু বইয়ের পরিকল্পনা অগোছালো এবং অতিমাত্রায় মাথাভারী। (৬) এবারকার পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের পদ্ধতিও নাকি হবে নতুন। কিন্তু এ নতুনত্বের বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের কথা বাদ দিলেও, কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং অধ্যাপকরাই এখনো অবগত নন। (৭) শতকরা ১০০ ভাগ কলেজে সিলেবাস সাধারণত শিক্ষকদের সন্তুষ্টি-সীমা পর্যন্তও শেষ করানো সম্ভব হয়নি। (৮) দেশের প্রথম শ্রেণীর কলেজগুলোর অনেকটাতে যেনতেন প্রকারে মাত্র কয়েকটি পত্রের নির্বাচনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। (৯) এখনো পর্যন্ত বাজারে টেস্ট পেপারস বের হয়নি (যা প্রচলিত ব্যবস্থাস্বরূপ পরীক্ষার্থীদের সমমানে তুলনামূলক প্রস্তুতিতে সাহায্য করে)। (১০) হরতালসহ বিভিন্ন বিষয় তো নিত্য-নৈমিত্তিক সমস্যা হিসেবে লেগেই আছে এবং এগুলো আবশ্যিকভাবে রুটিনের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। (১১) বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজগুলোতে অধ্যাপকরা সারা বছর প্রায় এক ডজন পরীক্ষা নিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন। (১২) উচ্চ পর্যায়ের সেসনজটের কারণে বর্তমানে এইচএসসি পাস করার পর কৃতকার্যদের প্রায় এক বছর অপেক্ষা করতে হয় পরবর্তী স্তরে ভর্তি হওয়ার জন্য (যেমন গত ব্যাচের পরীক্ষার্থীরা এখনো বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, বিআইটি, মেডিকেল ইত্যাদিতে ভর্তি হতে পারেনি)। সব সমস্যার পরিপূর্ণ আলোচনার সুযোগ এ ছোট্ট পরিসরে নেই। তবে পরিপূর্ণ আলোচনায় অনেক অনেক সংবেদনশীল ও অপ্রিয় কথা বের হয়ে যাবে নিঃসন্দেহে।

সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আমার মনে কয়েকটি প্রশ্নের উদয় হয়েছে। আমরা অভিভাবকরা বুঝতে অক্ষম, এ হরতালের দেশে কলেজসমূহ এবং শিক্ষা বোর্ড ২৪ মাসের ফি নিয়ে আমাদের সন্তানদের ১৩ থেকে ১৮ মাসের মাথায় বিদায় করে দেবে কেন? শিক্ষা বোর্ডগুলো কি স্কুল ও কলেজগুলো থেকে পাঠ সম্পন্ন হওয়ার কোনো রিপোর্ট সংগ্রহ করে থাকে? কলেজগুলোতে লেখাপড়া হলো কি হলো না; দেশের পরিবেশ এ ব্যাপারে কতোটুকু সহায়ক বা প্রতিকূল এসব বিবেচনায় না নিয়ে বোর্ডগুলোর দায়িত্ব কি শুধু এই যে, ব্যাচের পর ব্যাচ সার্টিফিকেটধারী কিছু ছেলেমেয়েকে বাজারে বের করে দেওয়া এবং সৃজনশীল ভূমিকার পরিবর্তে

শিক্ষককুলও তাই মানেন নিশ্চয়ই
কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে কি এটার ৫
আছে? অবশ্যই নেই। নিম্নপর্যায়ে
৯০ ভাগ আজ নকল ব্যবস্থা
গতকাল শিক্ষক সমিতির এক
কলেজ অধ্যাপক বললেন, শুধুই
নির্ভর করে এসএসসি থেকে এ
করার মধ্যে আজ কোনো অসু
বক্তব্য সত্য হলে, ন্যায্যভাবে প্র
বোর্ডগুলো কি চায় এখনো সংভা
দিতে আগ্রহী তাদের সে সুযোগ
করতে? এরূপ আকাঙ্ক্ষা থাক
বিবেচনাকে তালাবদ্ধ রেখে সেস
সময়ে পরীক্ষানুষ্ঠান সম্ভব। শিক্ষা
মন্ত্রণালয় যদি কোচিং পদ্ধতিকেই
অপরিহার্য মনে করেন তাহলেও
কোচিঙের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব
পরীক্ষা অনুষ্ঠান যৌক্তিক ছিল।

এ কথা সবার জানা যে, স্কুল,
বোর্ড, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও শি
একটা কমান্ডে পরিচালিত হচ্ছে।
উপরে আপত্তি জানানোর রেওয়াজ
প্রকাশই বিধিবদ্ধ এবং সুবিধাজনক
অচলায়তনের এ সুযোগটি একতর

**বোর্ড কর্তৃপক্ষসমূহ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বিবেক ও যুক্তি দিয়ে বিষয়
অনুধাবন করার অনুরোধ জানাই এবং দাবি করি– প্রয়োজনীয় সময় হা
আমাদের সন্তানদের সিলেবাস ও ব্যবহারিক-ক্লাস সন্তোষজনকভাবে সম্
হোক। বিনা ফি-তে বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা করা হোক ত্বরিত সিদ্ধান্ত নি
মাসে ১ বছর, এ হিসাবটাও ঠিক রাখা হোক।**

পোস্ট অফিসের দায়িত্ব পালন করা? পাঠ্যবিষয়ক মুখ্য ও পরিপূর্ণ দায়িত্ব পালনের চেয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মূল দায়িত্ব কি শুধুই আজ্ঞাবাহী ব্যবস্থাপকের? শিক্ষক, শিক্ষণ, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, পরীক্ষা ও শিক্ষাসংশ্লিষ্ট অপরাপর বিষয়ে পরীক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার মূল্যায়ন ব্যবস্থা আছে কি? নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকদের কি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে? বা সৃষ্টি করা হয়েছে সচেতনতা? শিক্ষাবিষয়ক কর্তৃপক্ষসমূহ কি কখনো বোঝার চেষ্টা করেন তাদের সম্পর্কে অভিভাবক, শিক্ষার্থী ও জনগণ কিভাবে মূল্যায়ন করেন? শিক্ষা বোর্ডগুলোর ওপর মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তসমূহ চাপিয়ে দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা কি স্বতঃসিদ্ধভাবে কার্যকর থাকে? বোর্ডগুলোর পরীক্ষার সময় নির্ধারণ কি সরকারের দলীয় সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে? দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে বিদ্যা-শিক্ষার জন্য নাকি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য? অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ বাস্তব অবস্থা স্বাধীনভাবে পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করার যোগ্যতা বা ক্ষমতা কোনোটাই রাখে না।

অভিভাবক মাত্রই জানেন যে, প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার ওপর নির্ভর করা নিরাপদ নয়; তাই তাদের মূল ভরসা হলো কোচিং। সম্মানিত

করছে শিক্ষা বোর্ড ও জাতীয় বিশ্ববিদ্য
প্রতিষ্ঠানগুলো। কারণ দেশব্যাপী অ
এক সুবিশাল আয়োজন বিদ্যমান
একটি অংশ নকলকে উৎসাহিত ক
উদাসীন থাকছেন। তাই নকলবা
পরীক্ষার তারিখ কোনো জরুরি বিষ
অক্ষরজ্ঞান থাকলেই তারা কৃতকার্য
আবার গড়পড়তা ছাত্রসমাজ সন্ত্রাসের
সন্ত্রাসীরাই ছাত্রসমাজের নীতি-নি
সুনীতি নির্ধারণে আজ ছাত্রনেতাদের
নৈতিক মান ও সামাজিক সমর্থন।
গড়পড়তাভাবে তাদের প্রয়োজনবে
মাথা ঘামাতে অনুৎসাহী। প্রায় সব শি
শুধু রুটিরুজির জন্য সংগ্রামে লিপ্ত।
অসংগঠিত। শিক্ষা মন্ত্রণালয় একা
অনুসারে রুটিন ওয়ার্ক চায়; অধীন
হিসেবে শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাগ
দাঁড়িয়ে আছেন মন্ত্রণালয়ের ইচ্ছাপূর
সত্য এবং নীতিবোধের কাছে
কোথায়? এরূপ স্বেচ্ছাচারী ও
পরিস্থিতিতে লাখ লাখ পরীক্ষার্থী এ
অবস্থায় নিপতিত। কারণ সিলেবাস ব
গেছে; নতুন পদ্ধতিতে সব অধ্যায় থে
উত্তর দিতে হবে। বাছাই করে পড়া

আসাদকে তিরস্কার করেছেন ক্লিনট
থেকে ইসরায়েলের পুরোপুরি প্রত্যাহ
গত বুধবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট
উল্লেখযোগ্য ও বিস্তারিত প্রস্তাব দিয়ে
আসাদের জন্য যথেষ্ট নয়।
এদিকে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণা
জিয়াং জেমিন আগামী ১২ থেকে
ইসরায়েলি ফিলিস্তিনি ও মিসরীয়
চীনের অঙ্গীকার তুলে ধরার জন্যই

বিক্রয় প্রতিবেদ
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম
১৯৯৭-৯৮ মুদ্রণের জন্য
নিকট হইতে সীলমোহরকৃত
প্রতিবেদনটি অফসেট কাগ
৮.৫"×১১" আকারে ইংরে
অফসেট পদ্ধতিতে মুদ্রণ ক
কার্ড মুদ্রণ করিতে হইবে।
আগ্রহী মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান/বিজ্ঞ
খ্রিঃ (২৯ চৈত্র ১৪০৬ বঙ্গা
কার্যালয়, ১/ডি আগ্রাবা
এইচবিএফসি ভবনের ৫ম
হইবে। দরপত্রসমূহ উপ
প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের স
বিপিসি কর্তৃপক্ষ যেকোন
ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।
বাংলাদে
১/ডি,

BEPZA
প্রতি
২২
নং-বেপজা/প্রশাসন/সাঃসেবা-৮৬/২
তালিক
বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াক
সামগ্রী, স্টেশনারী ও টয়লে
তালিকাভুক্তির জন্য সীলমো
সমস্ত প্রিন্টিং প্রেসের স
প্রতিষ্ঠানে কাজের অভিজ্ঞ
পারিবেন। দরখাস্তের সহিত
কোন সরকারী/আধা সরকা
(এক লক্ষ) টাকার কা
হইবে। স্টেশনারী ও টয়
লাইসেন্স, আয়কর সার্টিফি
স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে ব
টয়লেট্রি সামগ্রী সরবরাহে
হইবে। প্রিন্টিং সামগ্রী, স্টে
নির্বাহী দপ্তর হইতে আগা
করিতে হইবে। প্রতিটি সি
যাহা (অফেরতযোগ্য)। দ